যায়যায়দিন

16 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

পাবনা সরকারি মহিলা কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী ও ভবন সঙ্কট

আরিফ আহমেদ সিদ্দিকী পাবনা

পাবনা সরকারি মহিলা কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী সঙ্কটের পাশাপাশি অপর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ ও ছাত্রীনিবাসের আসন সঙ্কট চলছে। কলেজে অনার্স কোর্স চালু হলেও পর্যাপ্ত বিভাগ নেই। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালে জাতীয়করণ হয়। ২০১০ সালে অনার্স কোর্স চালু হলেও মাস্টার্স কোর্স চালু হয়নি। ইতিহাস ও ইংরেজি বিষয়ে অনার্স কোর্সে চালু রয়েছে। দুটি বিষয়ে আসন সংখ্যা ৫০ করে। কলেজের ছাত্রী সংখ্যা এইচএসসিতে ১ হাজার ৩০০, অনার্সে ১০০ ও ডিগ্রি পাস কোর্সে ৪৫ জন। কলেজে বেশকিছু শিক্ষক ও কর্মচারীর পদ শূন্য থাকায় শিক্ষা ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকদের ৩৭টি পদের বিপরীতে ২৬ জন কর্মরত রয়েছেন। ১১টি পদ শূন্য রয়েছে। দর্শন বিভাগের ৪টি পদই শূন্য। এর মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক ১ জন, সহকারী অধ্যাপক ১ জন ও ২ জন প্রভাষকের পদ শূন্য। আপাতত খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়েই সব কাজ চলছে। এছাড়া অন্যান্য পদের মধ্যে বাংলায় ১ জন সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজিতে ১ জন প্রভাষক, অর্থনীতিতে ২ জন প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১ জন সহযোগী ও, ১ জন সহকারী অধ্যাপক, প্রাণীবিজ্ঞানে ১ জন প্রভাষক পদ শূন্য রয়েছে। কলেজে মাত্র ২টি একাডেমিক ভবন রয়েছে। একটি ৪ তলা ও অন্যটি ৩ তলা। আলাদাভাবে কোনো প্রশাসনিক ভবন নেই। অন্যদিকে শ্রেণীকক্ষের সঙ্কট রয়েছে। মাত্র ১৪টি শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। নতুন ভবন নির্মাণ করে শ্রেণীকক্ষ না বাড়ালে ছাত্রীদের এ চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে। শিক্ষকরা জানান, ঐতিহ্যবাহী এ কলেজ স্থাপনের শুরু থেকেই ৮০ আসন বিশিষ্ট একটি হোস্টেল রয়েছে। আসন না থাকায় অনেকেই হোস্টেলে থাকার সুযোগ পাচ্ছেন না। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী গুলশান আরা জানান, কলেজে একটি হোস্টেল। আসন সংখ্যা মাত্র ৮০। এর মধ্যেই গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে। যা দুর্ভোগ সৃষ্টির পাশাপাশি লেখাপড়াও ব্যাহত হচ্ছে। ন্যূনতম ২০০ আসনের একটি নতুন হোস্টেল হলে এ সঙ্কট থেকে মুক্তি মিলবে। অনার্স বিভাগের ছাত্রী মুক্তা খাতুন জানান, কলেজ প্রতিষ্ঠার ৪৭ বছর অতিবাহিত হলেও এখনো কোনো বাস চালু হয়নি। অভিভাবক শামসুল ইসলাম জানান, প্রতিদিন বিভিন্ন উপজেলা থেকে ছাত্রীরা পাবলিক বাস ও অটোরিকশায় কলেজে আসে। একটি বাস হলে ছাত্রীরা অনেক উপকৃত হবে।

কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক খন্দকার হাসান হাফিজুর রহমান জানান, শিক্ষকদের থাকার ডরমেটরি ভবন নেই। একটি ডরমেটরি ভবন খুবই প্রয়োজন। কলেজে ২৬ জন শিক্ষকের মধ্যে পাবনার বাইরে থাকেন ৮ জন। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত বাসা ভাড়া দিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। কলেজে ছাত্রীদের খাবারের জন্য কোনো ক্যান্টিন না থাকায় বাইরে যেতে হয়। এতে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান বিভাগের রেবেকা সুলতানা, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের হাসিবুন্নাহার হাসি জানান, কলেজে ক্যান্টিন খুবই জরুরি। এতে অনেক ঝামেলা থেকে রেহাই মিলবে। প্রভাষক আব্দুল খালেক জানান, কলেজের বিনোদনের জন্য কোনো আলাদা ব্যবস্থা নেই। জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কলেজের ছাত্রীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। অথচ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার মতো কোনো মিলনায়তনই নেই। দুবছর ধরে অনার্স কোর্স চালু হলেও মাস্টার্স কোর্স চালুর ব্যাপারে দ্বিমত শিক্ষকদের রয়েছে। কারণ হিসেবে তারা জানান, যেহেতু কিছুদিন আগে অনার্স চালু হয়েছে। বিষয় চালু হয়েছে মাত্র ২টি। এখনই মাস্টার্স চালু করা ঠিক হবে না। বরং অনার্স কোর্সে আরো অন্তত ৬-৭টি বিষয় বাড়ানো হলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

শিক্ষকদের দাবি, কলেজটিতে দ্রুত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। নতুন ভবন না হলে শ্রেণীকক্ষের সঙ্কট, মিলনায়তন ও প্রশাসনিক ভবন সমস্যার সমাধান হবে না। এর জন্য পর্যাপ্ত জায়গাও রয়েছে। প্রভাষক আলী আজমল জানান, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২০১০ সালে পাশের হার ছিল ৮৩ শতাংশ। ২০১১ সালে ৮২ শতাংশ ও ২০১২ সালে ৮৪ শতাংশ। এর মধ্যে ২০১১ সালে রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডে ১৭তম এবং ২০১২ সালে ১৪তম স্থান অর্জন করে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম জানান, কলেজের জন্য একটি হোস্টেল, গাড়ি এবং নতুন ভবনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কোনো আশ্বাস মিলেনি। ফলে সঙ্কটগুলো দিন দিন বেড়েই চলেছে।